JAN. 7 -2001

কৃষি ইনস্টিটিউটকে 'শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' হিসাবে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটকে 'শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। কৃষক দরদী জননেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে কৃষিনির্ভর এই দেশে উচ্চতর কৃষি শিক্ষার দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্যে ১৯৩৮ সালের ১১ ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলায় 'বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট' নামে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন এ বিদ্যাপীঠটি সুদীর্ঘ প্রায় ছ'দশক ধরে এই অঞ্চলের কৃষির উন্নয়নে গৌরবময় ভূমিকা পালন করলেও এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়নি। খবর বাসস'র।

শনিবার দুপুরে ঢাকার শেরেবাংলানগরে ইনস্টিটিউটের হীরকজয়ন্তি ও পুনর্মিলনী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউটিকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা দিয়ে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করেন। এ সময় অনুষ্ঠানে সমবেত ইনস্টিটিউটের বর্তমান এবং সাবেক ছাত্রছাত্রীরা বিপুল করতালি ও স্লোগানের মাধ্যমে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইনস্টিটিউটের হীরকজয়ন্তি উৎসবে এটি আমার উপহার। এ দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন এই কৃষি ইনস্টিটিউটের পাস করা কৃষিবিদরা। ১৯৩৮ সাল থেকে এই পর্যন্ত এ ইনস্টিটিউট থেকে প্রায় চার হাজার কৃষি গ্র্যাজুয়েট এবং এক হাজার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রীধারী কৃষিবিদ বের হয়েছেন। তাঁরাই এ দেশে কৃষি শিক্ষা, গবেষণা এবং কৃষি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। দেশে-বিদেশে কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে তাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। এ পর্যন্ত যে দু'জন কৃষিবিজ্ঞানীকে বাংলাদেশ সরকার এমিরিটাস সায়েন্টিস্ট হিসাবে সম্মানিত করেছেন, তাঁরা দু'জনই এই ইনস্টিটিউটের গর্বিত ছাত্র। কৃষি উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত অবদান এবং দেশের আগামী দিনের উচ্চতর কৃষি শিক্ষার চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে কৃষক দরদী নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নামানুসারে আমি ইনস্টিটিউটকে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা করছি।'

হীরকজয়ন্তি ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এবং হীরকজয়ন্তি ও পুনর্মিলনী উদ্‌যাপন কমিটি আহ্বায়ক অধ্যাপক মোঃ শাহাত উল্লা সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত ভাষণ দেন হীরকজয়ন্তি ও পুনর্মিলনী উদ্‌যাপন কমিটির সদস্য সচিব কৃষিবিদ আফম বাহাউদ্দিন নাসিম। এ অনুষ্ঠানে 'একটি বাড়ি, একটি খামার' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. জহুরুল করিম। আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের মহাসচিব কৃষিবিদ আবদুল মান্নান এবং বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি কৃষিবিদ মোঃ মহবুবউজ্জামান। এই অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শাদাত উল্লা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শান্তির প্রতীক পায়রা, রং-বেরঙের বেলুন এবং ব্যানার উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় তিনি ইনস্টিটিউট চত্বরে একটি নিম গাছের চারা রোপণ করেন।